নারীর জন্য ন্যায়বিচারের সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে

বিচার প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ

European Union

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

UNDP

Empowered lives. Resilient nations.

সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বস্তরের জনগণের সমান অংশগ্রহণ গণতন্ত্রের একটি মূলনীতি। স্বাধীন ও স্বতন্ত্র মানুষ হিসেবে পূর্ণ মর্যাদার সাথে জীবন ধারণের জন্য নারী-পুরুষ প্রত্যেকেরই স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করার এবং তাঁর নিজের ও সম্প্রদায়ের জীবনে প্রভাব রয়েছে এমন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে।

প্রশাসনিক ও বিচারিক কার্যক্রমসহ গণজীবনের সর্বস্তরে নারীর অংশগ্রহণ নারীর সামগ্রিক অবস্থা ও অবস্থানের উন্নয়ন এবং নারীর অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখে। তাছাড়া সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা না হলে রাষ্ট্র তার অর্ধেক জনগোষ্ঠীর মেধা ও সৃজনশীলতাকে ব্যবহার করার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হয়।

আমাদের সংবিধানে রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে

১৯ (৩) নং অনুচ্ছেদ বাংলাদেশ সংবিধান	জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।
২৮ (১) নং অনুচ্ছেদ বাংলাদেশ সংবিধান	কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।
২৮ (২) নং অনুচ্ছেদ বাংলাদেশ সংবিধান	রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

যেহেতু নারী-পুরুষের সামাজিক ভূমিকা ও অভিজ্ঞতা ভিন্ন, চাহিদা, স্বার্থ ও অগ্রাধিকারের বিষয়গুলোও ভিন্ন, শুধুমাত্র পুরুষ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তে নারীর চাহিদা, স্বার্থ ও অগ্রাধিকারের বিষয়গুলো সব সময় সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় না।

প্রশাসনের উচ্চতর বিভিন্ন স্তরে নারী কর্মকর্তার সংখ্যা

তথ্যসূত্র ঃ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, ২৫ এপ্রিল ২০১৮

সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো বিবেচনা করা না হলে সার্বিক অর্থে পুরো সমাজই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেননা নারীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো বিবেচনা করা হলে শুধুমাত্র নারীকেই নয়, বরং বৃহত্তর অর্থে পুরো পরিবার ও সমাজের স্বার্থকেই সংরক্ষিত করে। তাই নারীর প্রয়োজন ও স্বার্থের বিষয়টি যাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রতিফলিত হয় সেজন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে

নারীর কার্যকর অংশগ্রহণ আবশ্যক। তাছাড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী-পুরুষের সবার অংশগ্রহণের ফলে বৈচিত্র্যময় ভিন্ন রকম প্রেক্ষিত, অভিজ্ঞতা, মতামতের সমন্বয়ে গোটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সমৃদ্ধ হয়।

বর্তমানে আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কর্মকান্ডে নারীরা সফলভাবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ ও বিচার বিভাগের উচ্চতর স্তরগুলোতেও নারীর অংশগ্রহণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তথ্যসূত্র ঃ বাংলাদেশ পুলিশ উইম্যান নেটওয়ার্কের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিচার প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

বিচার প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ –

- নারীর প্রতি বৈষম্য প্রতিরোধ করতে এবং আইনের বৈষম্যমূলক প্রয়োগ দূর করতে ভূমিকা রাখে।
- যুক্তি-তর্কের ক্ষেত্র প্রসারিত করে ভিন্ন ভিন্ন রকম সামাজিক পরিস্থিতি ও অভিজ্ঞতাকে বিবেচনায় নিয়ে বিচারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকে সমৃদ্ধ করে।
- বিচারিক কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ নেতৃত্ব প্রদানকারী অন্যান্য শাখা যেমন-সংসদে ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে।
- বিচারিক কার্যক্রমে অধিক হারে নারীর অংশগ্রহণ আদালতের মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিকার লাভের জন্য নারীদের আস্থা বৃদ্ধি করে এবং নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিচারিক ব্যবস্থা গ্রহণকে সহজ করে।

বর্তমানে হাইকোর্ট বিভাগে ৭ জন এবং নিম্ন আদালতে ৩৮৫ জন নারী বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

তথ্যসূত্র: স্মরণিকা, বার্ষিক সাধারণ সম্মেলন ২০১৭, বাংলাদেশ উইম্যান জাজেস এসোসিয়েশন

গ্রাম আদালতের বিচার প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের গুরুত্ব

গ্রামের দরিদ্র জনগণ যাতে কম খরচে, কম সময়ে, স্থানীয়ভাবে ইউনিয়ন পর্যায়েই ছোটো-খাটো বিভিন্ন বিরোধের নিষ্পত্তির মাধ্যমে ন্যায়বিচারের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে সে উদ্দেশ্যে গ্রাম আদালত আইন ২০০৬ (২০১৩ সালে সংশোধিত) প্রণয়ন করা হয়েছে। গ্রাম আদালতের মাধ্যমে নারী বা পুরুষ প্রত্যেকেরই যেমন বিচার প্রাপ্তির অধিকার রয়েছে, তেমনি গ্রাম আদালতের বিচার প্রক্রিয়ায়ও নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে। **গ্রাম আদালতের বিচার প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে –**

- নারীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একজন নারী প্রতিনিধি নারীর সমস্যাটি ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারেন এবং তার পক্ষে অধিকতর জোড়ালোভাবে সমস্যা বিশ্লেষণ, যুক্তি তুলে ধরতে পারেন।

- নারী প্রতিনিধির উপস্থিতি থাকলে নারী বিচারপ্রার্থীর জন্য তার সমস্যা নিঃসংকোচে বলা সহজ হয়।
- গ্রাম আদালতের প্যানেল সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি হয়।
- গ্রাম আদালতের প্যানেলে নারী জনপ্রতিনিধির অংশগ্রহণ জনগণের প্রতি দায়িত্ব পালনের অংশ যা সমাজে নারীর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করে।
- নারীর মেধা ও বুদ্ধিমত্তার সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার তৎপরতা ত্বরান্বিত হয়।
- সর্বোপরি, নারীর আত্মবিশ্বাস ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

গ্রাম আদালতের বিচারক প্যানেলের সদস্য হিসেবে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ

- গ্রাম আদালতের মামলায় প্রত্যেক পক্ষ ২ জন করে যখন প্রতিনিধি নিয়োগ করে সে প্রতিনিধি নারী বা পুরুষ যে কেউই হতে পারে।
- তাছাড়া গ্রাম আদালত আইন অনুযায়ী বিরোধের বিষয়ের সাথে নারীর স্বার্থ জড়িত থাকলে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে কমপক্ষে একজন নারী প্রতিনিধি মনোনয়ন করা বাধ্যতা-মূলক করা হয়েছে।

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের কর্মএলাকাসমূহে গ্রাম আদালতে বিচারপ্রার্থী ও প্যানেল সদস্য হিসেবে নারীর অংশগ্রহণের চিত্র (জুলাই ২০১৭-মে ২০১৮)

গ্রাম আদালতসহ সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য নারীদের যেমন এগিয়ে আসতে হবে, পাশাপাশি পুরুষদের সহযোগিতাও এক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, গ্রামের দরিদ্র নারীদের বিচার লাভের পথকে সহজ করতে গ্রাম আদালতের বিচারিক প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদকে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে। সর্বোপরি, এ বিষয়ে বিচারপ্রার্থী নারী-পুরুষের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা প্রয়োজন।

European Union

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

UNDP
Empowered lives. Resilient nations.

info.avcb@undp.org, www.villagecourts.org
https://www.facebook.com/villagecourts, https://twitter.com/villagecourts